

চুলের সুন্নাতী বিধান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। [সূরা আহযাবঃ ২১]

আবু জাফর (রহ) বর্ণনা করেন, তিনি এবং তাঁর পিতা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) এর নিকট ছিলেন। সেখানে আরও কিছু লোক ছিলেন। তাঁরা তাঁকে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এক সা তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল; আমার জন্য তা যথেষ্ট নয়। জাবির (রা) বললেন, তোমার চেয়ে অধিক চুল যার মাথায় ছিল এবং তোমার চেয়ে যিনি (ﷺ) উত্তম ছিলেন তাঁর জন্য তো এই পরিমাণই যথেষ্ট ছিল। [সহীহ বুখারীঃ ২৫০ (ইফা)]

কতটুকু চুল রাখা সুন্নাহ

বারা (রাঃ) বলেন; লাল জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় নাবী (ﷺ) থেকে অন্য কাউকে আমি অধিক সুন্দর দেখিনি। (ইমাম বুখারী বলেন) আমার জনৈক সংগী মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) এর মাথার চুল তাঁর কাঁধ পর্যন্ত পৌছতো। আবূ ইসহাক (রহঃ) বলেনঃ আমি বারা (রাঃ) কে একাধিকরার এ হাদীস বর্ননা করতে শুনেছি। যখনই তিনি এ হাদীস বর্ণনা করতেন, তখনই হেসে দিতেন। শুবা বলেছেন, নাবী (ﷺ) এর চুল তাঁর উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌছতো। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৮০ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৫৮৫৪ (ইফা)]

কাতাদা (রহঃ) বলেন; আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) কে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর চুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর চুল মধ্যম ধরনের ছিল না একেবারে সোজা লম্বা, না অতি কোঁকড়ান। আর তা ছিল দু'কান ও দু-কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৮৪ (ইফা)]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন; আমি এক রাতে স্বপ্নে কাবা ঘরের নিকট একজন গেরুয়া বর্ণের পুরুষ লোক দেখতে পেলাম। এমন সুন্দর গেরুয়া লোক তুমি কখনও দেখনি। তার মাথার চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা এমন সুন্দর চুল তুমি কখনও দেখনি। লোকটি চুল আচড়িয়েছে, আর তা থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ছে। সে দু'জন লোকের উপর ভর করে কিম্বা দু'জন লোকের কাঁধের উপর ভর করে কাবা ঘর তাওয়াফ করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এ লোকটি কে? জবাব দেওয়া হলো তিনি মরিয়মের পুত্র (ঈসা) মাসীহ! আর দেখলাম অন্য একজন লোক, যার চুল ছিল অতিশয় কোকড়ান, ডান চোখ টেরা, যেন তা একটি ফুলে উঠা আঙ্গুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ লোকটি কে? বলা হলোঃ ইনি মাসীহ দাজ্জাল। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৮১ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৩২২ (ইফা)]

চুলের যত্ন নেওয়া

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যার মাথায় চুল আছে সে যেন এর যত্ন নেয়। [আবু দাউদঃ ৪১১৬ (ইফা) বায়হাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহঃ ৫০০]

আবদুল্লাহ ইবনু বুরয়দাহ্ (রহঃ) বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি ফাযালাহ্ ইবনু ‘উবায়দ (রাঃ)-কে বলল : কি হলো? আমি আপনাকে এ রকম এলোমোলো চুলে দেখছি কেন? উত্তরে ফাযালাহ্ বললেনঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে অত্যধিক বিলাসী হতে নিষেধ করেছেন...। [আবূ দাঊদঃ ৪১১৩ (ইফা), নাসায়ীঃ ৫২৩৯, সিলসিলা সহীহাহ্ঃ ৫০২, মুসনাদে আহমাদঃ ২৪০১৫, শু ‘আবুল ঈমানঃ ৬৪৬৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ঃ ৩১১৫]

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "...চুলের যত্ন নেয়ার হাদীস এবং ঘন ঘন চিরুনি না করার হাদীসের মাঝে কোন ধরনের সংঘর্ষ নেই। কেননা বান্দা চুলের যত্ন নিতে নির্দেশিত। আর বিলাসিতায় আধিক্যতা অবলম্বনে নিষিদ্ধ। তাই সে চুলের যত্ন নিবে তবে বিলাসিতা ও চুল নিয়ে মত্ত থাকাকে তার অভ্যাস বানাবে না। বরং মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে চিরুনি করবে। উভয় হাদীসের এভাবে অর্থ নেয়াই উত্তম। [আওনুল মা’বূদ ৭ম খন্ড, হাঃ ৪১৫৯]

সিঁথি কাটা ও চুল ঝুলিয়ে দেওয়া



ইবনু আব্বাস (রাঃ)বলেন; নাবী (ﷺ) সে সব ব্যাপারে আহলে কিতারের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা পছন্দ করতেন, যে সব ব্যাপারে তাকে (কুরআনে) কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আর আহলে কিতাবরা তাদের চুল ঝুলিয়ে রাখতো এবং মুশরিকরা তাদের মাথার চুল সিথি কেটে রাখতো। নাবী (ﷺ) তাঁর চুল ঝুলিয়েও রাখতেন এবং সিথিও কাটতেন। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৯২ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৫৮৫৪ (ইফা)] আইশা (রাঃ) বলেন; আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর মাথায় সিঁথি কাটার ইচ্ছা করতাম, তখন আমি তাঁর চুলকে দুই ভাগে বিভক্ত করতাম এবং কপালের চুলকে নাক বরাবর তাঁর চোখের দু' দিকে ঝুলিয়ে দিতাম। [আবু দাউদঃ ৪১৪১ (ইফা)]

চুল ডান দিক থেকে আঁচড়ানো

নাবী (ﷺ) চিরুনি দ্বারা মাথা আঁচড়াতে ও অযু করতে যতদূর সম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন। [সহীহ বুখারীঃ ৫৫০২ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৫০৯-১০ (ইফা)]

প্রত্যেহ চুল না আঁচড়ানো

রাসুল (ﷺ) প্রত্যেক দিন চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন, তবে এক দিন পর পর। [আবু দাউদঃ ৪১১২ (ইফা), তিরমিযীঃ ১৭৫৬ (ইফা), সিলসিলা সহীহাহঃ ৫০১, জামি' উস সগীরঃ ১২৮২৬, আবী শাইবাঃ ২০৫৫৭, মু'জামুল আওসাত্বঃ ২৪৩৬, মু'জামুল কাবীরঃ ১৬৬৪]

ঝুটি/বেণী বাঁধা



ইমাম বুখারী (রহ) সহীহ বুখারীতে "পোশাক অধ্যায়ে" পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন "চুলে ঝুটি/বেণী বাঁধা" এবং এই হাদিস ২টি উল্লেখ করেন; ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার আমি আমার খালা মায়মুনা বিনত হারিসের নিকট রাত যাপন করছিলাম। ঐ রাতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তার কাছে ছিলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উঠে রাতের সলাত আদায় করতে লাগলেন। আমি তার বাম

পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার চুলের ঝুটি ধরে আমাকে তার ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৯৪ (ইফা)] আবু বিশর (রহ) হতে ২ টি বেণীর কথা রয়েছে। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৯৫ (ইফা)] মুজাহিদ (রাঃ) বলেন; উম্মু হানী (রাঃ) বলেছেনঃ নবী (ﷺ) মক্কায় আসেন, এ সময় তাঁর চুল চার ভাগে (বেণী) বাঁধা ছিল। [আবু দাউদঃ ৪১৪৩ (ইফা), তিরমিযীঃ ১৭৮৮ (ইফা), ইবনু মাজাহঃ ৩৬৩১, মুখতাসারুশ শামাইলঃ ২৩]

ইবনে আব্দিল বার (রহ) বলেন, আমাদের সময়ে মানুষ ঝুটি/বেণী করা বন্ধ করে দেয় কেবল চওড়া কাঁধ বিশিষ্ট মুজাহিদরা ছাড়া। ধার্মিক, বিনয়ী এবং জ্ঞানীরা এটি (ঝুটি/বেণী করা) থেকে সরে এসেছেন, যতক্ষণ না তা তাদের মধ্যে পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট ছিল। বর্তমানে লম্বা চুল রাখা বোকাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আরও কিছু উল্লেখ করা পর ইবনে আব্দিল বার (রহ) আরও বলেন, দালিল আছে যে, মাথা মুণ্ডনের চেয়ে লম্বা চুল বাঁধা উত্তম। কেননা ঐ কর্ম যা আল্লাহর রাসুল (ﷺ) করেছেন তা মানুষের জন্য যা নিষেধ করেন নি ঐ কর্মের চাইতেও উত্তম। [আত তাহমিদঃ ৬/৮০-৮১]

আল বাইজুরী বলেন, উল্লেখিত হাদিস হতে (৪টি ঝুটি/বেণী) আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, চুল ঝুটি/বেণী করার অনুমোদন রয়েছে পুরুষদের জন্যও। এটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। যদিও এই সময়ে তা বিভিন্ন দেশে মহিলাদের বিষয় হিসেবে দেখা হয়। কারন (এই নিষেধাজ্ঞা) এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। [শারহ শামাইল]

চুলে তেল ও সুগন্ধি লাগানো

আয়িশা (রাঃ) বলেন; আমি যত উত্তম খোশবু পেতাম, তা নাবী (ﷺ)কে লাগিয়ে দিতাম। এমনি কি সে খোশবুর চমক তার মাথায় ও দাঁড়িতে দেখতে পেতাম। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৯৯ (ইফা)] সিমাক ইবনু হারব (রহঃ) বলেন, আমি জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এর বার্ধক্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, যখন তিনি মাথায় তেল মাখতেন তখন সাদা বর্ণ দেখা যেত না। কিন্তু যখন তেল মাখতেন না তখন দেখা যেত। [সহীহ মুসলিমঃ ৫৮৭৩-৭৪ (ইফা)]

ফরজ গোসলে চুল কিভাবে ধুতে হবে

যুবাইর ইবনে মুত'ঈম (রা) বলেন, একবার রাসুল (ﷺ) এর সামনে লোকেরা গোসল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, আমিতো এরকমভাবে ধুই। তখন রাসুল (ﷺ) বললেন, আমিতো আমার মাথায় তিন আজলা পানি ঢেলে দিই। [সহীহ বুখারীঃ ২৫০ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৬৩৩-৩৪ (ইফা)]

ঝুটি/বেণী খুলে সলাত আদায় করা

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসকে দেখতে পেলেন যে, তিনি তার চুলগুলোকে পিছনে বেধে সলাত আদায় করছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) তা খুলে দিলেন। তিনি সলাত শেষ করে ইবনু আব্বাসের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার মাথার এবং আপনার (এ কর্মের) ব্যাপারটি কি? আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস

(রাঃ) বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)কে বলতে শুনেছি, এই ব্যাক্তির উদাহরণ (যে ব্যাক্তি সলাত অবস্থায় মাথার চুল বেঁধে রাখে) ঐ ব্যাক্তির মত যে তার হাত বাধা অবস্থায় সলাত আদায় করে। [সহীহ মুসলিমঃ ৯৮৪, ৯৭৯-৯৮৩ (ইফা)]

হাজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন উত্তম, ছাঁটাও জায়েজ

ইয়াহইয়া ইবনু হুসায়ন (রহঃ) থেকে তার দাদীর সুত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদী) বিদায় হাজ্জকালে নাবী (ﷺ)কে মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দু'আ করতে শুনেছেন। [সহীহ মুসলিমঃ ৩০১৬-২০ (ইফা)]





নাবী (ﷺ) বলেছেনঃ যখন (যিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশদিন উপস্থিত হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখের কিছু স্পর্শ (কর্তন) না করে। [সহীহ মুসলিমঃ ৪৯৫৫-৬১ (ইফা)]

চুলে খিযাব (কলব) লাগানো

নাবী (ﷺ) বলেছেন; ইয়াহুদ ও নাসারারা (চুল ও দাঁড়িতে) রং লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৭৮ (ইফা)] মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন; আমি আনাস (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নাবী (ﷺ) কি খিযাব লাগিয়েছেন? তিনি বললেনঃ বার্ধক্য তাকে অতি সামান্যই পেয়েছিল। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৭৪ (ইফা)] আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) কে নাবী (ﷺ) এর খেযাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করলে তাঁর মাথার সাদা চুল গুণে ফেলতে পারতাম। তিনি বলেন, তিনি (ﷺ) খিযাব লাগান নি। অবশ্য আবূ বকর (রাঃ) মেহদী এবং নীল দিয়ে খিযাব দিয়েছেন। আর উমর (রাঃ) শুধু মেহদী দিয়ে খিযাব দিয়েছেন। [সহীহ মুসলিমঃ ৫৮৬৬ (ইফা)] আবদুল্লাহ ইবনু মাওহাব (রহঃ) বলেন; (একবার) আমি উম্মে সালামার (রাঃ) নিকট গেলাম। তখন তিনি নাবী (ﷺ) এর কয়েকটি চুল বের করলেন, যাতে খিযাব লাগান ছিল। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৭৭ (ইফা)]



কালো রঙের কলব ব্যবহার না করা

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফা (রাঃ) কে নিয়ে আসা হল। তার চুল-দাঁড়ি ছিল 'সাগামা'-র ন্যায় সাদা। তখন রাসুল (ﷺ) বললেন, এটি কোন কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও; তবে কাল রং বর্জন করবে। [সহীহ মুসলিমঃ ৫৩৩১-৩২ (ইফা)] রাসুল (ﷺ) বলেছেন, শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের গলার থলের ন্যায় কালো খিযাব লাগাবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেনা। [আবু দাউদঃ ৪১৬৪ (ইফা)]

সাদা চুল না ছেড়া

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন; কারো চুল ও দাঁড়ির সাদা কেশ উপড়িয়ে ফেলা মাকরুহ। আর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) খিযাব ব্যবহার করেন নি। কিছু সাদা ছিল তাঁর অধরের নীচের ছোট দাঁড়িতে, কানপট্টিতে কিছু, আর মাথায় কিছু। [সহীহ মুসলিমঃ ৫৮৬৪ (ইফা)] রাসুল (ﷺ) বলেন, তোমরা সাদা চুল উপড়াবে না। কেননা; যে মুসলিমের চুল ইসলামের উপর সাদা হয়, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে। অপর বর্ণনায়, ঐ সাদা চুলের বিনিময়ে একটি নেকী লিখা হবে এবং একটি গুনাহ মাপ হবে। [আবু দাউদঃ ৪১৫৪ (ইফা)]



চুল কাযা না করা

ইবনু উমর (রাঃ) বলেন; আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)কে কাযা থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। রাবী উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ 'কাযা' কি? তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) আমাদের ইশারা দিয়ে দেখিয়ে বললেনঃ শিশুদের যখন চুল কামান হয় তখন এই, এই জায়গায় চুল রেখে দেওয়া। এ কথা বলার সময় উবায়দুল্লাহ তার কপাল ও মাথার দু'পাশ দেখালেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলঃ বালক ও বালিকার কি একই হুকুম? তিনি বললেনঃ আমি জানি না। এভাবে তিনি বালকের কথা বলেছেন। উবায়দুল্লাহ বলেনঃ আমি এ কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেনঃ পুরুষ শিশুর মাথার সামনের ও পিছনের দিকের চুল কামান দোষনীয় নয়। আর (অন্য এক ব্যাখ্যা মতে) 'কাযা' বলা হয়, কপালের উপরে কিছু চুল রেখে বাকী মাথার কোথাও চুল না রাখা। অনুরূপভাবে মাথার চুল একপাশ থেকে অথবা অপর পাশ থেকে কাটা। [সহীহ বুখারীঃ ৫৪৯৬, ৯৭ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৫৩৭৬-৭৯ (ইফা)]

পরচুলা ব্যবহার না করা

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারী মহিলা বিবাহ করে। এরপর সে রোগে আক্রান্ত হল। ফলে তার সব চুল ঝরে যায়। লোকজন তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। আর তারা নাবী (ﷺ) এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বলেনঃ আল্লাহ লানত করেন ঐসব নারীকে যারা নিজেরা পরচুলা লাগায় এবং যারা অপরকে তা লাগিয়ে দেয়। [সহীহ বুখারীঃ ৫৫০৯-১৩ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৫৩৮২-৮৮ (ইফা)]





লম্বা চুল রাখা রাসুল (ﷺ) এর সুন্নাহ, চুল ছোট রাখাতে সমস্যা নেই। তবে তা যেন নিষিদ্ধ প্রকারের মধ্যে না পড়ে; যেন তা কাযা করা না হয়, কালো কলব ব্যবহার না হয়, কুফফারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রাসুল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ, অনুসরণ ও সামঞ্জস্য বিধান করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হবে। [আবু দাউদঃ ৩৯৮৯ (ইফা), মুসনাদে আহমাদঃ ২/৫০, সহীহ আল জামেঃ ৬০২৫]

